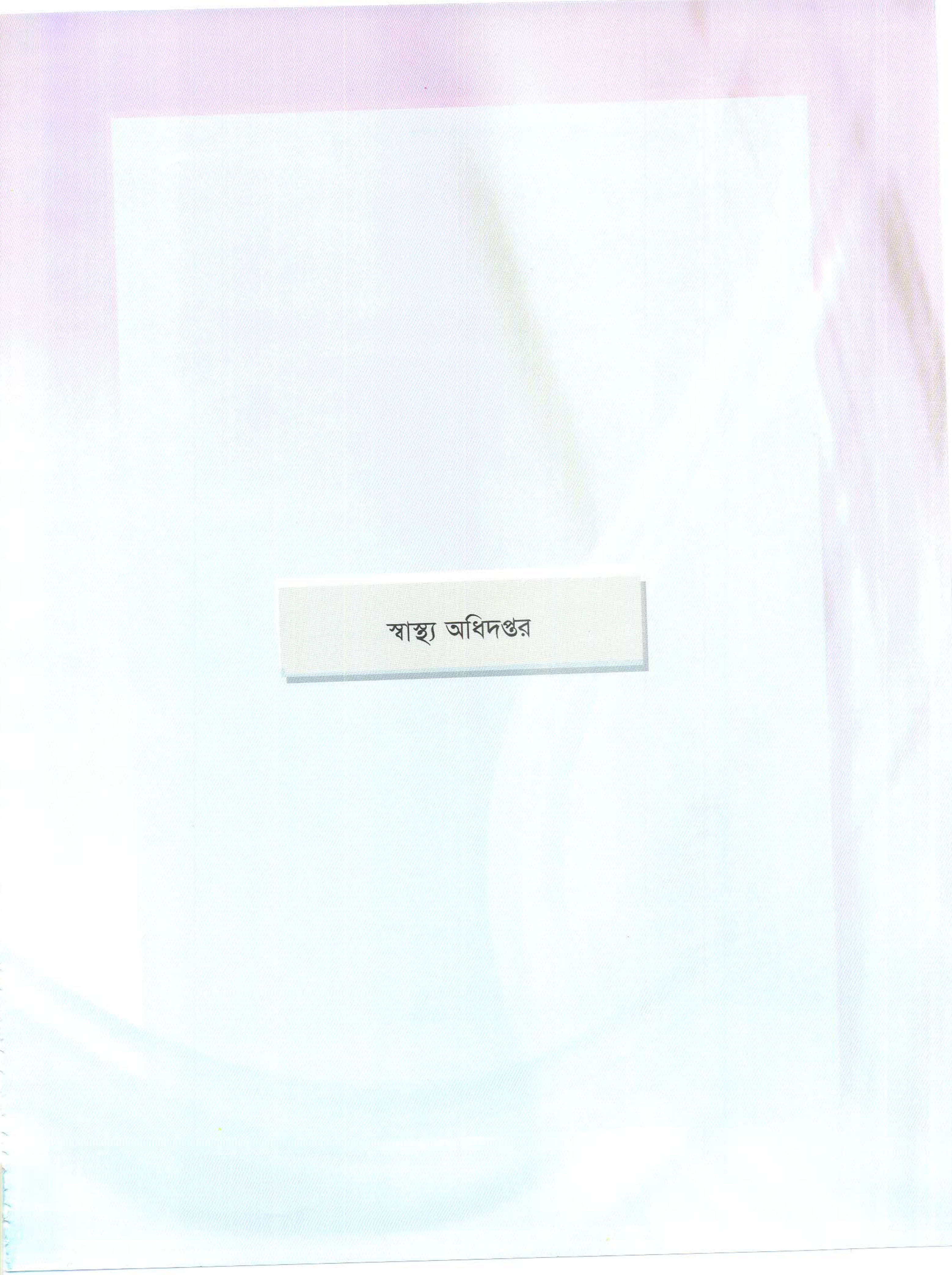

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের জনগণের প্রধান ৫টি মৌলিক অধিকারের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। উক্ত অধিকার বাস্তবায়ন এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতাল/জেলা হাসপাতাল, উপজেলা হাসপাতাল/ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও অন্যান্য সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছে। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

কর্মপরিধিঃ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২,২৩৬ (দুই হাজার দুইশত ছয়ত্রিশ)টি সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাছাড়া বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে উন্নয়নখাতভুক্ত (প্রতি ৬০০০ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে) প্রস্তাবিত ১৮,০০০ (আঠারো হাজার) কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে এ পর্যন্ত ১২,৪৪৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সেবা তথা স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের চাহিদার আলোকে আরও নতুন নতুন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণসহ শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং ২০১২-২০১৩ সালে মোট ২,৫০৯টি শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও বেসরকারি পর্যায়ে ৩০শে জুন, ২০১৩ ইং পর্যন্ত নিবন্ধনকৃত ৩৫১৬টি হাসপাতাল/ক্লিনিক/নার্সিং হোম ৬১০০টি ডায়াগনোস্টিক সেন্টার এর মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের কাজ অব্যাহত রয়েছে। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন/ হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ/ চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনশক্তি উন্নয়ন/পরিকল্পনা ও গবেষণা/ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা/এমআইএস/রোগ নিয়ন্ত্রণ/ভাণ্ডার ও সরবরাহ/ হোমিও ও দেশজ চিকিৎসা/এমবিডিসি এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো শাখা কাজ করছে।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

জনবল

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে জনবল

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত জনবল	শূন্য পদের সংখ্যা
প্রথম শ্রেণি	২২,৯৪৯	১৬,৬৩৯	৬,৩১০
দ্বিতীয় শ্রেণি	১৬,৫৪১	১২,৪৮১	৪,০৬০
তৃতীয় শ্রেণি	৫২,১৪৬	৪৩,৪৮২	৮,৬৬৪
চতুর্থ শ্রেণি	২৫,০৯৯	১৯,৫২৭	৫,৫৭২
মোটঃ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ	**১১৬,৭৩৫**	**৯২,১২৯**	**২৪,৬০৬**

নবসৃষ্ট পদের সংখ্যাঃ

প্রথম শ্রেণি	- ১৫৫৭
দ্বিতীয় শ্রেণি	- ৮৩৫
তৃতীয় শ্রেণি	- ৫২৩
চতুর্থ শ্রেণি	- ৮৪৬

২০১৩ পর্যন্ত নিয়োগকৃত লোকবলঃ

ক্রমিক নং	বিবরণী	শ্রেণি	নিয়োগকৃত পদের নাম	মোট সংখ্যা
১	এডহক	১ম শ্রেণি	সহকারী সার্জন	৪১৩৩ জন
২	২৮তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)	ঐ	সহকারী সার্জন ও ডেন্টাল সার্জন	৮১৫ জন
৩	২৯তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)	ঐ	ঐ	২১২ জন
৪	৩০তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)	ঐ	ঐ	৫৬০ জন
৫	৩১তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)	ঐ	সহকারী সার্জন ও ডেন্টাল সার্জন	৩৭০জন
৬	৩২তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)		সহকারী সার্জন ও ডেন্টাল সার্জন	৬০৫ জন
৭	স্বাস্থ্য সহকারী	৩য় শ্রেণি	স্বাস্থ্য সহকারী	৬৩৯১ জন
৮	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট	ঐ	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব/রেডিওগ্রাফী/ রেডিওথেরাপি/ফার্মাঃ)	২৬১জন
৯	চিকিৎসা সহকারী	ঐ	চিকিৎসা সহকারী	৫২১ জন
১০	৩য় শ্রেণির বিভিন্ন পদ	৩য়	৩য় শ্রেণির বিভিন্ন পদ	১০৩৭ জন
১১	৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদ	-	-	২৯৮৯ জন
১২	কমিউনিটি ক্লিনিকের জনবল (উন্নয়ন খাত ভুক্ত)	৩য় শ্রেণি	কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার	অনুমোদিত পদসংখ্যা ১৩৫০০ এর বিপরীতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ১৩২৪০ জন
			সর্বমোট	**৩১,৩৬০ জন**

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের সারসংক্ষেপঃ

এইচপিএন্ডএসডিপি ২০১১-২০১৬ এর আওতায় ৩২টি অপারেশনাল প্লানের মধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১৭টি অপারেশনাল প্লান বাস্তবায়িত হচ্ছে। আরএডিপি উন্নয়ন খাতে সর্বমোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৭৯,২১০.৯০ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় ছিল ১৭৯,০৩১.০০লক্ষ টাকা। অত্র অর্থ বৎসরের বাজেট বরাদ্দের হার ছিল ৯৪.৩% কিন্তু বিগত ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে বাজেট বরাদ্দের হার ছিল ৯৪.৪ অতএব এই দুই অর্থ বৎসরের বাজেট

বরাদ্দ ও ব্যয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাজেট ব্যয়ের অগ্রগতি ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংগীকার" হিসাবে ৮০০টি হাসপাতাল/চিকিৎসা কেন্দ্রে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং ৪৮০টি (জেলা হাসপাতাল-৫৯, উপজেলা হাসপাতাল-৪২১) হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোবাইল ফোন সরবরাহ করা হয়েছে। হাসপাতালে কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন সরবরাহসহ ইন্টারনেট চালুকরণের মাধ্যমে চিকিৎসা তথ্য প্রযুক্তি ও চিকিৎসা সেবা আধুনিকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ০৮ টি হাসপাতালে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং আগামী জানুয়ারী ২০১৪ এর মধ্যে আরও ১০টি হাসপাতালে সম্প্রসারণ করা হবে। চালকৃত হাসপাতালগুলি হচ্ছে (১) বিএসএমএমইউ (২) জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা (৩) জেলা হাসপাতাল নীলফামারী (৪) জেলা হাসপাতাল গোপালগঞ্জ (৫) জেলা হাসপাতাল, সাতক্ষীরা (৬) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পীরগঞ্জ, রংপুর (৭) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স দাকোপ, খুলনা (৮) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স দেবহাটা, সাতক্ষীরা । ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৩৪০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক-এ ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। দেশের ৭টি বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ও ৬৪টি সিভিল সার্জন অফিসে ওয়েব ক্যামেরা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিভাগের ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। টেলিমেডিসিন, ভিডিও কনফারেন্সিং অন লাইন মিটিং, কর্মকর্তা কর্মচারিদের অফিস উপস্থিতি তদারকী প্রভৃতি কাজে ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা ব্যবহৃত হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে কর্মসূচিটি আরো সম্প্রসারন করা হবে। "মিনি ল্যাপটপ হবে ডিজিটাল ডাক্তার" এই ধারনাকে সামনে রেখে কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীদের টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান, গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার আপডেট করা, জনগণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানসহ স্বাস্থ্য জনশক্তির প্রশিক্ষন, ই-মেইল, ইন্টারনেট এর ব্যবহারের জন্য ১৮০০০ কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যায়ক্রমে ওয়েব ক্যামেরাযুক্ত মিনি ল্যাপটপ কম্পিউটার প্রদানের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এই অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের মাঝে ৩৫০০টি ট্যাবলেট পিসি দেয়া আছে। আরও ৭০০০টি বিতরণের অপেক্ষায় আছে। প্রতিটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে জিআইএস ম্যাপিং দ্বারা সনাক্তকরণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস শাখার আওতায় সেন্টার ফর মেডিকেল বায়োটেকনোলজি এর উদ্বোধন করা হয়েছে এবং চিকিৎসায় জীব প্রযুক্তি বিষয়ক আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি চূড়ান্ত খসড়া প্রদান করা হয়েছে। মেডিকেল বায়োটেকনোলজি বিষয়টি "এমবিবিএস" কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১২,৩৯৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রায় ৭,২২,০০০০০ জন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২,২৩৬ (দুই হাজার দুইশত ছয়ত্রিশ)টি সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সারা দেশে বহির্বিভাগে ১৩,৮২,৮১,১১৫ জন এবং অন্তঃবিভাগ ৪৫,৬৪,৩১৮ জন সেবা গ্রহণ করেছেন।

উপজেলা ও তদনিম্ন পর্যায়ে হাসপাতাল সংখ্যা = ৮৬৭টি

কমিউনিটি ক্লিনিক, বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগসহ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা = ১৪,০৭৭টি

উপজেলা ও তদনিম্ন পর্যায়ে হাসপাতালের মোট শয্যা সংখ্যা = ১৮,৭৮০টি

উপজেলা/ ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বেড সংখ্যা = ১৮৮২৯টি

জেলা হাসপাতাল/ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/
বিশেষায়িত হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতালে বেড সংখ্যা = ৬১৯৩১টি

নতুন প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের নামঃ

ক্রমিক নং	হাসপাতালের নাম	বেড সংখ্যা
১	কুর্মিটোলা ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা	৫০০টি
২	খিলগাঁও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, ঢাকা	৫০০টি
৩	বক্ষ ব্যাধি হাসপাতাল, শ্যামলী, ঢাকা	২৫০টি
৪	আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা	২৫০টি
৫	সরকারি কর্মচারি হাসপাতাল, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা	১৫০টি
৬	শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ	১০০টি
৭	ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসাইন্স হাসপাতাল, আগারগাঁও, ঢাকা	৩০০টি

বিগত অর্থবৎসরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়,

সারা দেশে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সর্বমোট সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা = ৭,২২,০০০০০ জন

সারাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত প্রসুতি মহিলার সংখ্যা ছিল = ১১,১৮,০৪৮

এর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারির সংখ্যা ছিল = ৪,০৪,৩৬২

সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রসবপূর্ব সেবাগ্রহীতার সংখ্যা ছিল = ১৩,০৭,৭৬৯

ভাউচার স্কিমের আওতায় প্রায় ১,৫২,৪০১ জনকে সেবা ও সুবিধা প্রদান করা হয়।

০-৫ বৎসরের নিচে সমন্বিত শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যার আওতায় ৪৬,০১,৪৩১ জন সেবা গ্রহণ করেছে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে MDG- এর বিভিন্ন টার্গেটের সূচকে অর্জন সাফল্যজনক ভাবে লক্ষণীয়ঃ

সুচক	অর্জন
৫ বছরের কমবয়সী শিশুর মৃত্যুর হার (প্রতিহাজার জীবিত জন্মে)	৪১.০০ UNICEF (২০১৩)
ইনফ্যান্ট মরটালটি রেইট	৩৩.০০ UNICEF (২০১৩)
১ বছরের কমবয়সী শিশুদের মধ্যে হামের বিরুদ্ধে টিকার হার	৮৬.০% (EPI-CES-২০১৩)
মাতৃ মৃত্যুহার	১৯৪/১০০০০০ জীবিত জন্মে (বিএমএমএস-২০১০)
প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মীর দ্বারা প্রসবের হার	২৬.৫% (বিএমএমএস-২০১০)

১৯টি জেলার মধ্যে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট ১৫টি জেলায় (দিনাজপুর, রাজশাহী, মেহেরপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, পিরোজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, বরিশাল ও ঝালকাঠি) প্রাথমিকভাবে ফাইলেরিয়া নির্মূল হয়েছে। এছাড়া ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভাবের হার প্রতি লক্ষে ১৮.৪ এবং ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুহার ০.০০৭ প্রতি লক্ষে। এছাড়া যক্ষ্মা রোগী সনাক্তকরণের হার ৭০% এবং যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা সাফল্যের হার ৯২%। সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচিতে ইপিআই কভারেজ ইভালুয়াশন সার্ভে ২০১৩ অনুসারে ১ বৎসরের নিচে শিশুদের টিকা প্রাপ্তির হার, বিসিজি- ৯৫%, ওপিভি ১- ৯৫% ওপিভি ২- ৯৪%, ওপিভি ৩- ৯২%, পেনটা ১- ৯১%, পেনটা ২- ৯৩%, পেনটা ৩- ৯২%, হাম-৮৬%। পূর্ণ টিকা প্রাপ্তির হার- ৮১%। ভিটামিন এ প্রাপ্তির হারঃ ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুর জন্য=৯৩%, ৬-১১ মাস বয়সী শিশুর জন্য= ৮৪%।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে ১৯৫৮ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কার্যক্রম কেন্দ্র থেকে বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়। স্বাস্থ্য জনগণের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচনা, স্বাস্থ্য রক্ষায় নিজেদের এগিয়ে আসা ও সর্বক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা স্বাস্থ্য শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ প্রতিরোধ, পুষ্টি মান উন্নয়ন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন, বয়োঃবৃদ্ধদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য শিক্ষা জোরদারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো কার্যকর ভূমিকা রেখে আসছে।

স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার এবং মূল্যবান সম্পদ। এ সম্পদ সংরক্ষণ এবং যথাযথ বিনিয়োগ হলে দেশের কাংখিত উন্নয়ন অর্জন সম্ভব। স্বাস্থ্য শিক্ষা বিজ্ঞানভিত্তিক লব্ধ জ্ঞানের একটি প্রয়োগ কৌশল যা আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্য বিধিকে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করতে পারলে স্বাস্থ্য সূচকেও অনুকুল পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। রোগের জন্য রোগীর চিকিৎসা অপরিহার্য। জনগণের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, প্রথা ও আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য মানুষের স্বাস্থ্য অভ্যাসের গুণগত পরিবর্তন আনাও অপরিহার্য।

স্বাস্থ্য শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জনগণ স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ-প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য উন্নযন সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং দৈনন্দিন জীবন প্রণালীতে স্বাস্থ্য অভ্যাসে গুণগত পরিবর্তন না আসার কারণে নানাবিধ সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ ব্যাধিতে জনগণ আক্রান্ত হচ্ছে। এ ধরণের সমস্যা নিরসনকল্পে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো সকল পর্যায়ে জনগণের কাছে বিজ্ঞানভিত্তিক স্বাস্থ্য বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোতে রাজস্বখাতে সদর দপ্তরে ১ (এক) জন প্রধান, ২ (দুই) জন উপ-প্রধান, ৪ (চার) জন সহকারী প্রধান, ১ (এক) জন মিডিয়া ডেভলপমেন্ট অফিসার, ১ (এক) জন ট্রেনিং এন্ড ফিল্ড অফিসার, ১ (এক) জন প্রেস ম্যানেজার, ২ (দুই) জন রিসার্চ অফিসার ও ১ (এক) জন স্টোর ও সাপ্লাই অফিসার এবং ৫০ (পঞ্চাশ) জন সহায়ক জনবল রয়েছে। উন্নয়ন খাতে জাতীয় পর্যায়ে মোট ১১টি পদের সংস্থান রয়েছে। ব্যুরোর সদর দপ্তরে দুটি বিভাগ আছে ঃ একটি কারিগরি সহায়তা ও অপরটি প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ বিভাগ। এছাড়াও দুটো বিভাগে ১২ (বার)টি ফাংশনাল ইউনিট রয়েছে যথা ঃ পরিকল্পনা ও গবেষণা উন্নয়ন ইউনিট, প্রশাসন ইউনিট, প্রশিক্ষণ ও আইপিসি ইউনিট, মিডিয়া উন্নয়ন ইউনিট, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ইউনিট, কমিউনিটি স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিট, পরিবেশ স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিট, আপৎ কালীন/জরুরি স্বাস্থ্য শিক্ষা সেবা ইউনিট ও প্রিন্টিং প্রেস ইউনিট।

বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর দপ্তরে ১ (এক) জন বিভাগীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার ও ৩ (তিন) জন সহায়ক জনবল রয়েছে। জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ১ (এক) জন সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার, ১ (এক) জন জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার ও ২ (দুই) জন সহায়ক জনবল রয়েছে। হাসপাতাল পর্যায়ে সদর হাসপাতালে/৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে ২ (দুই) জন করে হাসপাতাল স্বাস্থ্য শিক্ষাবিদ রয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোতে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক মুদ্রণ উপকরণ প্রস্তুতের জন্য একটি আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস ও জরুরি স্বাস্থ্য বার্তা প্রচারের জন্য মোবাইল সিনেমা ভ্যান রয়েছে।

কর্ম পরিধি ঃ

বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা

জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর কার্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিট ও জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ইউনিটের মাধ্যমে সরাসরি স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য কর্মীগণ উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠির মাঝে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করে আসছেন। স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো হতে বিভিন্ন পর্যায়ে অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতিসহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে। জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নয়নে জনগণের চাহিদা নিরুপণ ও প্রাপ্ত সম্পদ বিবেচনা করে সরকার স্বাস্থ্য সেক্টরে অন্যান্য কার্যক্রমের ন্যায় বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা জোরদারের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP) এর মাধ্যমে সরকার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে MDG-2015 লক্ষ্য অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্য অনুযায়ী IMR ৫২ থে ৩১-এ হ্রাস, অনুর্ধ্ব ৫ বছরের শিশু মৃত্যুহার ৬৫ থেকে ৪৮-এ হ্রাস, নবজাতকের মৃত্যুহার ৩৭ থেকে ২১-এ হ্রাস, MMR-১৯৪ থেকে ১৩৪-এ হ্রাস, TB রোগী চিহ্নিতকরণের হার ৭২ থেকে ৭৫-এ বৃদ্ধি, অনুর্ধ্ব ১ বছরের শিশুর টিকা সম্পূর্নের হার ৭৮ থেকে ৯০-এ বৃদ্ধি, TFR-২.৫ থেকে ২.০০-এ হ্রাস ও CPR-৬১.৭ থেকে ৭২.০০-তে বৃদ্ধি করা হবে। এ লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

প্রশাসনিক ঃ

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়িত ও সমাপ্ত পরিবার স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি প্রকল্পের ১৭ (সতের)টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা জনশক্তি উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ঃ

১. জাতীয় পর্যায়ে ১০ (দশ) টি, (টিওটি), বিভাগীয় পর্যায়ে ৪ (চার)টি ও জেলা পর্যায়ে ১৪৭ ব্যাচে ৪,৭৮৬ জনকে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিগত ১০ বছরের মধ্যে এটাই এ ধরণের প্রথম প্রশিক্ষণ।

২. বিভাগীয় পর্যায়ে ৭টি বিভাগে বাংলাদেশ টেলিভিশনের জেলা সংবাদদাতাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচির উপর এক দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন ঃ

১. ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৬৪ টি জেলায় ১২৮ টি স্বাস্থ্য শিক্ষা আদর্শ গ্রাম কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

আন্তঃ ও অন্তঃ বিভাগীয় সহযোগিতাঃ

১. স্বাস্থ্য শিক্ষা জোরদারে জাতীয় পর্যায়ে ৪ (চার) টি

২. বিভাগীয় পর্যায়ে ৭ (সাত) টি এবং

৩. জেলা পর্যায়ে ২১ (একুশ) টি আন্তঃ ও অন্তঃ বিভাগীয় সমন্বয় সভা সম্পন্ন করা হয়েছে।

অন্যান্য দাতা সংস্থার সহযোগিতাঃ

১. USAID'এ বিসিসি কনসালটেন্ট এর সাথে "হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন" স্ট্র্যাটেজি পুনঃবিন্যাস/হালনাগাদ করণের বিষয়ে কয়েকটি যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। USAID'এর সহযোগিতায় ৫টি ব্যাচে রেসিডেন্সিয়াল ট্রেনিং এর মাধ্যমে সকল স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তাদের দক্ষতা বিষয়ে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে।

পত্রিকার (প্রিন্ট মিডিয়া) মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচারঃ

১. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস/১২ উদযাপন উপলক্ষে পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে।
২. বিশ্ব তামাক দিবস, বিশ্ব অটিজম দিবস, বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস এবং শেখ ফজিলাতুন্নেছা হাসপাতাল সংক্রান্ত ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে।
৩. যক্ষ্মা নির্মূলে জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে লেখা অভিনন্দন পত্র জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচার করা হয়েছে।
৪. ডায়রিয়া প্রতিরোধে দৈনিক পত্রিকায় স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার করা হয়েছে।
৫. নিপাহ ভাইরাসসহ অন্যান্য সংক্রমণ রোগ প্রতিরোধে দৈনিক পত্রিকায় স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

টেলিভিশনে (ইলেকট্রনিক মিডিয়া) স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচারঃ

১. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১২ উদযাপনে বাংলাদেশ টেলিভিশনে টক-শো আয়োজন।
২. নিপাহ ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতার লক্ষ্যে ডকুমেন্টারী প্রস্তুত ও বিটিভিতে প্রচার।
৩. বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য সেক্টরে ৩ (তিন) বছরের অগ্রগতির উপর টিভি ডকুমেন্টারী প্রস্তুত ও টেলিভিশনে প্রচার।
৪. সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে টেলিভিশনে স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

জারীগানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচারঃ

১. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস/১২ উদযাপন উপলক্ষে ৬৪টি জেলা থেকে পৃথক ভাবে সুভ্যেনির প্রকাশ করা হয়েছে যা স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো'র ইতিহাসে প্রথম।
২. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস/১২ উদযাপন উপলক্ষে ৬৪টি স্বাস্থ্য বিষয়ক জারীগান আয়োজন।
৩. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক জারীগান আয়োজন।

স্বাস্থ্য শিক্ষা মুদ্রিত উপকরণঃ

১. স্বাস্থ্য সেক্টরের অগ্রগতির বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বিতরণ।
২. স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের (টিওটি) জন্য ম্যানুয়াল প্রস্তুত ও বিতরণ।
৩. বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের হেলথ সুপারভাইজরী পার্সনেলদের স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য ম্যানুয়াল প্রস্তুত ও বিতরণ।
৪. বাংলা নববর্ষ ১৪১৯ উদযাপন উপলক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের শুভেচ্ছা কার্ড প্রস্তুত ও বিতরণ।

অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতিঃ

১. স্বাস্থ্য শিক্ষা জোরদারে ১ (এক) টি বিভাগ ও ৬ (ছয়) টি জেলায় ৭(সাত) টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও প্রজেকশন স্ক্রীণ বিতরণ করা হয়েছে।
২. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিবিধঃ

১. স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP) এর লোগো প্রস্তুত ও এর উন্মোচন অনুষ্ঠান।
২. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস/১২ উদযাপন উপলক্ষে শিশুদের জন্য চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা।
৩. ৪র্থ অটিজম দিবস উদযাপন।
৪. জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম বার্ষিকী উদযাপন।
৫. বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস/১২ উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান সড়কদ্বীপ সজ্জিতকরণ।

বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্যখাতে ৪ বছরের সাফল্য বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার

(সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

১. স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ঘটে গেছে বিপ্লবসহ অন্যান্য বার্তা সম্বলিত বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে - ৪০টি
২. সচিবালয় ভিত্তিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের চিত্র প্রদর্শনের বিষয়ে নন্দিত একটি সেবা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে এ বছরে
৩. ব্যানার - ১৪' X ৫' (স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক) -৪০টি
৪. ফুটওভার ব্রীজে ব্যানার স্থাপন ১৮টি এ বছরে
৫. ফেস্টুন - ৩' X ৪' (স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক)- ১০০টি এ বছরে
৬. পত্র-পত্রিকায় স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন বিষয়ক বিজ্ঞাপন প্রচার- ৪,৫৯২টি এ অর্থ বছরে (সচিত্র বিজ্ঞাপন সংযুক্ত)
৭. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো'র সার্বিক তত্ত্বাবধানে হাসপাতাল চত্বরে বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক বার্তা সম্বলিত বিলবোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে - ১০২৮টি (প্রতি জেলা ও উপজেলায় ২টি করে)
৮. স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক ৪ বছরের সাফল্যের উপর বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে টিভি সিরিয়াল প্রচার - ১৩টি
৯. বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে টক শো (স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের সাফল্য) প্রচার - ১৭টি
১০. বর্তমান সরকারের সাফল্য তুলে ধরে স্বল্প দৈর্ঘ্য ডকুমেন্টারী (৩ মিঃ) তৈরী- ২১টি
১১. স্বাস্থ্য সেবায় আমাদের এগিয়ে চলা উন্নয়ন বিষয়ক বই - ৫০০০ কপি
১২. Appointment Diary 2013 স্বাস্থ্য খাতে টিকাদান কর্মসূচিতে বিশ্ব সেরা পুরস্কারে ভূষিত বাংলাদেশ - ৫০০০ কপি
১৩. স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক ক্যালেন্ডার ২০১৩ মুদ্রণ - ৫০০০ কপি
১৪. সাভার ট্রাজেডি, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া টর্নেডো, ঘূর্নিঝড়, দূর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের সাফল্যের বিজ্ঞপ্তি প্রচার (বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকাসমূহে)
১৫. স্বাস্থ্য খাতে ৪ বছরের সাফল্য, সমগ্র জাতি গর্বিত জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের বানী প্রচার (বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকাসমূহে)
১৬. কমিউনিটি ক্লিনিক বর্তমান সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রচার
১৭. বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, সরকারের সাফল্য তুলে ধরে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রচার
১৮. টিকাদান কর্মসূচির সাফল্য তুলে ধরে পত্রিকায় প্রচার
১৯. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন পত্রিকায় স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার
২০. বিদেশী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দিয়ে দেশী চিকিৎসকদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচার।
২১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে সিসিটিভি স্থাপন

২২. নতুন নতুন সরকারি হাসপাতাল নির্মাণ ও হাসপাতালসমূহের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচার
২৩. টিভি স্ক্রল - ৫টি চ্যানেলে ২৫ বার
২৪. জেলা পর্যায়ে স্মরনিকা প্রকাশ - ৬০টি জেলা
২৫. বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে ট্রাক র‌্যালী (কমিউনিটি ক্লিনিক-এর সেবা মডেল উপস্থাপন)
২৬. বিভিন্ন বিষয়ের উপর-পোষ্টার, লিফলেট, ফোল্ডার ও ফেস্টুন তৈরী
২৭. এ্যাডভোকেসী সভা (বিভিন্ন স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক)
২৮. মডেল ভিলেজ ১২৮টি - প্রতি জেলায় ২টি করে

ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনাঃ

১. স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করা এবং চলমান স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা
২. জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যন্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি ও পদায়ন।
৩. বিভিন্ন পর্যায়ে সহায়ক কর্মচারিদের পদ সৃষ্টি ও পদায়ন।
৪. স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর প্রেস আধুনিকায়ন।
৫. স্বাস্থ্য শিক্ষা জোরদারে সকল জেলার জন্য মোবাইল সিনেমা ভ্যান সংগ্রহ ও সরবরাহ।
৬. বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ল্যাপটপ ও ডিজিটাল ক্যামেরা সরবরাহ করাসহ স্বাস্থ্য শিক্ষা কাজে ব্যবহৃত আধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা।
৭. কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহসহ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে জনগণকে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
৮. শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী করা।
৯. স্বাস্থ্য শিক্ষা পেশায় দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য কর্মরত কর্মকর্তাদের দেশে ও বিদেশে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
১০. বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত (টেকনিক্যাল) কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা।